ইত্তেফাক

তারিখ ২৯/৩/৮২
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

"জাতীয় গ্রন্থ নীতি"

দেরীতে হইলেও দেশে একটি জাতীয় গ্রন্থানীতি প্রণয়নের ব্যাপারে উদ্যোগ গ্রহণ করার সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। আমাদের ষ্টাফ রিপোর্টার জানাইয়াছেন, জাতীয় গ্রন্থ কেন্দ্র ইতিমধ্যেই এই গ্রন্থ নীতির যে খসড়া প্রণয়ন করিয়াছেন, উহার প্রথমেই রহিয়াছে সকল প্রকাশনা কার্যক্রমের মধ্যে সমন্বয় সাধনের জন্য জাতীয় গ্রন্থ কেন্দ্রকে "জাতীয় গ্রন্থ উন্নয়ন পরিষদে" রূপান্তরিত করার সুপারিশ। অবশ্য উক্ত সুপারিশে দেশের প্রকাশনা শিল্পের বিকাশ তথা লেখকগণকে উৎসাহিত করার কথা যে নাই, তাহা নয়। ইহাছাড়াও উক্ত সুপারিশে একদিকে যেমন অন্যান্য শিল্পের ন্যায় প্রকাশনা শিল্পের বিকাশে অর্থনৈতিক সুবিধা দেওয়ার কথা বলা হইয়াছে, তেমনি অন্যদিকে নব নব জ্ঞান, প্রযুক্তিবিদ্যা ও বিজ্ঞান সম্পর্কে লেখকগণ যাহাতে অবহিত হইতে পারেন, সেজন্য ওই সকল ক্ষেত্রে গ্রন্থ আমদানী অবাধ করার কথাও বলা হইয়াছে। অবশ্য, ইহার পাশাপাশি গ্রন্থ প্রকাশনায় "মনোপলির" বিরোধিতা, প্রকাশনা শিল্পে সুস্থ প্রতিযোগিতা, বইপত্র সহজলভ্য করার কথাও বলা হইয়াছে এবং সেই সাথে গণ-পাঠাগারের শ্লোগান জুড়িয়া দিতেও ভুল করা হয় নাই।

জাতীয় গ্রন্থ কেন্দ্রটি কবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং কেন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল দেশবাসী উহা প্রায় ভুলিয়াই গিয়াছে। শুনিয়াছি, উক্ত গ্রন্থ কেন্দ্রে নাকি মাঝে-মধ্যে মুখচেনা দুই-একজন লেখকের গ্রন্থ প্রকাশ উপলক্ষে প্রকাশনা উৎসব-অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। মাঝে মধ্যে দুই-একজন লেখকের গ্রন্থ প্রকাশনা উৎসবের স্থান হিসাবে, কিংবা মুখরোচক কোন সেমিনারের ভেনু হিসাবে গ্রন্থ কেন্দ্রের অঙ্গন কিংবা প্রাঙ্গণ ভাড়া খাটানো হয়। এবং দেশে যে সমস্ত বইপত্র প্রকাশিত হয়, ছাড়াআড়াভাবে উহার তালিকা ছাপানোর সাথে সাথে একখানা পত্রিকাও নাকি উক্ত জাতীয় গ্রন্থ কেন্দ্র হইতে প্রকাশিত হয়। কিন্তু কাজ যতই কম হউক, গ্রন্থ কেন্দ্রের কাজে নিয়োজিত অফিসার ও ষ্টাফের সংখ্যা কম নয়। তাহাদের জন্য যে বাজেট, এই গরীব দেশটির আয়ের তুলনায় তাহাও নগণ্য বলিবার উপায় নাই। কিন্তু প্রতিষ্ঠিত হইবার পর হইতে এ যাবৎ যদি উক্ত গ্রন্থ কেন্দ্রটির কাজ এবং ব্যয়ের হিসাব গ্রহণ করা হয়, দেখা যাইবে, উহার নিটফল বিরাটাকারের শূন্য ছাড়া কিছুই দাঁড়াইবে না। আজ জাতীয় গ্রন্থানীতি প্রণয়নের উদ্দেশ্যে সেই জাতীয় গ্রন্থ কেন্দ্রই নিজেকে জাতীয় গ্রন্থ উন্নয়ন পরিষদে রূপান্তরিত করার সুপারিশ করিয়াছেন। বহু বিষয়েই দেশে জাতীয় নীতি প্রণীত হওয়ার কথা শোনা যায়। পাট, চা, তামাক, ম্যানপাওয়ার, চামড়া এবং আরও কত কী। গ্রন্থের ক্ষেত্রেও সেই একই ধরনের নীতি হয়তবা প্রণীত হইবে। সেই নীতি মোতাবেক জাতীয় গ্রন্থও হয়তবা জাতীয় গ্রন্থ উন্নয়ন পরিষদের মর্যাদায় অভিষিক্ত হইবে, বহু ডাইরেক্টর হয়তবা ডাইরেক্টর জেনারেল এবং বহু অফিসার ডাইরেক্টর হইবার সুযোগ পাইবেন। প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর হইতে এ যাবৎ গ্রন্থ কেন্দ্রের জন্য সরকারী কোষাগার হইতে যত কোটি টাকা ব্যয় হইয়াছে, তত কোটি টাকা হয়তবা কোন পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মুদ্দতেই ইহার জন্য ব্যয় হইবে। লেখকদের নাম করিয়া হয়তবা বিদেশ হইতে ভূরি ভূরি "নব নব জ্ঞান-বিজ্ঞানের" বইও আমদানী হইতে থাকিবে। সবই হইবে। কিন্তু জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশনা শিল্প যে তিমিরে ছিল, সেই তিমিরেই থাকিয়া যাইবে। যেমনটি থাকিয়া গিয়াছে আর পাঁচটি জাতীয় নীতি সম্বলিত শিল্প পাট, চা, তামাক, চামড়া ইত্যাদি।

ইহার কারণ আর কিছুই নয়। কাগজ, কালি, ছাপাখানার অপরাপর সরঞ্জাম, প্রকাশনা শিল্পের প্রয়োজনীয় কাঁচামাল সরকারী নেক-নজরের কল্যাণে ইতিমধ্যেই আকাশ-ছোঁয়া হইয়া উঠিয়াছে। একদিকে দেশে শিক্ষা বিপ্লবের জিগির উঠানো হয়, অন্যদিকে শিক্ষাকে, লেখাপড়াকে, পুস্তক প্রকাশনা ও সংবাদপত্র প্রকাশনাকে যতটা পারা যায় টুঁটি টিপিয়া শ্বাসরুদ্ধকর করিয়া ফেলারও আয়োজন-আঞ্জাম সমান তালে চলিতে থাকে। তাই অধুনা দেশের বইয়ের বাজার বিদেশী বইয়ের বাজারে পরিণত হইতে বসিয়াছে। এমনকি তাহাদের পাঠ্য বাংলা ভাষার বইও বিদেশেই মুদ্রিত ও প্রকাশিত। জাতীয় গ্রন্থ কেন্দ্র ও বাংলা একাডেমীর মত প্রতিষ্ঠানসমূহ নিজেদের প্রশাসনিক কাঠামোর ব্যয়ভার বহন করিতেই হিমশিম খাইতেছেন। বিদেশে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ উচ্চস্তরের পাঠ্য-পুস্তক, নব জ্ঞান বিজ্ঞানের বই (অবশ্যই লেখক ও পাঠক উভয়ের জন্য) প্রকাশনায় ক্লান্তিহীন, আর আমাদের দেশে? [illegible]

কিন্তু এসব কথা বলিয়া লাভ নাই। কেননা, বলিলে শুনিবে কে? প্রত্যেকেই নীতির কথা বলেন। জাতীয় পর্যায়ে কোন কোন ক্ষেত্রে নীতি প্রণীতও হয়। কিন্তু বাস্তবে সে নীতি কোনদিন কার্যকর হওয়ার খবর কেহ পায় না। সেই কবে পল্লীকবি জসীমুদ্দীন বলিয়াছিলেন, এ দেশে বই বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ওয়ানওয়ে ট্রাফিক চলিতেছে। সেই ওয়ানওয়েকে টুওয়ে করিবার ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন কি?